22/7/2007

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

দৈনিক ইত্তেফাক

ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাস দৃশ্যতঃ অবরুদ্ধ ॥ ৭ দিনের আলটিমেটামের পর ছাত্রদলের লাগাতার ধর্মঘট

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ ছাত্রদল ক্যাডারদের হল দখলের সহিংস হুমকির মুখে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের রাত্রে-দিনে সশস্ত্র প্রহরা আর সেই সঙ্গে ক্যাম্পাসে এবং হলের গেটে পুলিশের নিরাপত্তা ক্যাম্প স্থাপনের ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দৃশ্যতঃ অবরুদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এদিকে ছাত্রদল তাহাদের দাবী আদায়ে ২৯ জুলাই হইতে ধর্মঘটের ডাক দিয়াছে। রাত্র ৯টার পরই ক্যাম্পাসে নিস্তব্ধতা নামিয়া আসে। ক্যাম্পাসমুখী প্রতিটি সড়কে পুলিশ যানবাহনে তল্লাশী করিতেছে। বেশীর ভাগ যানবাহনের গতিপথ পরিবর্তন করিয়া দিতেছে। ক্যাম্পাসে হলে ছাত্র-শিক্ষকদের পুলিশ সন্দেহভাজন হিসাবে চেক করিতেছে। এদিকে হল গেটে ক্যাডারদের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে। প্রায় প্রতি রাত্রে হলে হলে ফাঁকা গুলী বর্ষিত হইতেছে। কিন্তু হলগুলিতে ছাত্রলীগের যে প্রতিরক্ষা ব্যুহ তৈরী হইয়াছে তাহা ভেদ করিয়া সশস্ত্র কায়দায় ছাত্রদলের পক্ষে হল দখল সম্ভব নয়। ফলে তাহারা বিকল্প পন্থায় হলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়াছে। ইতিমধ্যে ছাত্রদল কাটাবন এলাকা হইতে এফ রহমান হল ও মুহসিন হল দখলের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। এ সময় ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে ৫০ রাউন্ডের মত গুলী বিনিময় হইয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলি হইতে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বৈধ ছাত্রদের হলে তুলিয়া না দিলে ছাত্রদল ২৯শে জুলাই হইতে ক্যাম্পাসে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘটের কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছে। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছাত্র ধর্মঘটের ঘোষণা ছাড়াও এক সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচী ঘোষণা করে। কর্মসূচীর মধ্যে রহিয়াছে ২৩শে জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'র অপসারণ, হল হইতে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং হল প্রভোষ্ট ও ভিসি'র বাসভবন তল্লাশীর দাবীতে ভিসি'র কার্যালয়ের সম্মুখে অবস্থান ধর্মঘট, ২৫শে জুলাই রেজিষ্ট্রার ভবন ঘেরাও, ২৬ ও ২৮শে জুলাই ক্যাম্পাসের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্রদলের সমাবেশ। ইহাছাড়া আগামী ২৪শে জুলাই ছাত্রঐক্য আহুত ছাত্র ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানাইয়াছে ছাত্রদল। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক শাহাবুদ্দীন লাল্টু। সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদল সভাপতি নাসির উদ্দীন পিন্টু বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে যদি অস্ত্র ভান্ডার না থাকে তবে প্রতি রাতে গোলাগুলী হয় কেন।

এক প্রশ্নের জবাবে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্রদল হল দখল করিতে চায় না, তবে সহ-অবস্থান করিতে চায়। ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করিয়া বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনেক অছাত্র সন্ত্রাসীকে লাল কার্ড দিয়াছে। হলে সহ-অবস্থানের ব্যাপারে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেন, ভিসি'র সহিত বহুবার চুক্তি হইয়াছে। তিনি কোন চুক্তিই বাস্তবায়ন করেন নাই। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক মোশারফ হোসেন, মুনির হোসেন, রেহেনা আক্তার রানু, আব্দুল বারী ড্যানি, শহিদুল ইসলাম বাবুল প্রমুখ।

এদিকে ছাত্রলীগও ক্যাম্পাস হইতে ছাত্রদলের বহিরাগতদের গ্রেফতার ও বহিষ্কারের দাবীতে প্রায় প্রতিদিন মিছিল সমাবেশ করিতেছে। ফলে দুই দলের অবস্থা এখন মুখোমুখি পর্যায়ে। যে-কোন সময় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সম্ভাবনা রহিয়াছে। ছাত্রলীগের সভাপতি বাহাদুর বেপারী বলেন, কোন বহিরাগতের ঠাঁই ক্যাম্পাসে হইবে না। সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন বলেন, হলগুলিতে ছাত্ররাই অবস্থান করিতেছে। লালবাগের টোকাই মাস্তানদের প্রতিহত করা হইবে। ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি বলরাম পোদ্দার বলেন, ছাত্রদলের সঙ্গে ছাত্ররা নাই। অছাত্ররা হলে উঠিতে চায় কিভাবে। তিনি বলেন, তাহাদের হল দখলের অলীক কল্পনা কখনোই পূরণ হইবে না।

এদিকে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, বহিরাগত সন্ত্রাসী গ্রেফতার ও বৈধ ছাত্রদের হলে তুলিয়া দেওয়ার দাবীতে আগামী মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে ছাত্র ধর্মঘট আহবান করিয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে একটি সমঝোতার উদ্যোগ নিতেছেন। ভিসি ডঃ আজাদ চৌধুরী সকল ছাত্র সংগঠনের সহিত বৈঠক করিয়া একটি স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস চালাইলেও ছাত্রদল ইহাতে সাড়া দিতেছে না।